যুগান্তর

তারিখ - 04 SEP 2013
পৃঃ - 20 কলাম 2

ঝুলে আছে ৯২ হাজার শিক্ষকের ভাগ্য

মুসতাক আহমদ

লক্ষাধিক প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ প্রক্রিয়া পিছিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২৬ সহস্রাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে প্রায় ২৩ হাজার বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করে সরকার। পরবর্তী আরও দুই ধাপে ৩ সহস্রাধিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করা হবে। এসব বিদ্যালয়েই লক্ষাধিক শিক্ষক চাকরিরত আছেন।

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, বিদ্যালয় যেহেতু ধাপে ধাপে অধিগ্রহণ হচ্ছে, তাই চাকরিও ধাপে ধাপে সরকারিকরণ হবে। মন্ত্রণালয়ের টার্গেট অনুযায়ী প্রথম ধাপে অধিগ্রহণকৃত ২২ হাজার ৯২৫টি বিদ্যালয়ের প্রায় ৯২ হাজার শিক্ষকের চাকরি আগস্ট মাসের মধ্যে 'জাতীয়করণ' নীতিতে জাতীয়করণ কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার পর্যন্ত এ ব্যাপারে দৃশ্যমান উন্নতি হল খসড়া বিধিমালার ওপর শিক্ষক নেতাদের

ভাগ্য : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২

ভাগ্য : ঝুলে আছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মতামত গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র বলছে, বিদ্যমান অগ্রগতি বিবেচনায় আরও অন্তত এক মাস লাগবে প্রথম ধাপের এসব শিক্ষকের চাকরি 'জাতীয়করণ' ঘোষণা দিতে।

ওদিকে দ্বিতীয় ধাপের বিদ্যালয়গুলো অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াও ধীরগতিতে এগোচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা অনুযায়ী সারাদেশের সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় জেলা কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই শেষে ২৫ আগস্টের মধ্যে ঢাকায় প্রেরণের কথা। কিন্তু জেলা কমিটি এ কাজে ব্যর্থ হয়েছে। আর তাদের ব্যর্থতার কারণে ওইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণও পিছিয়ে যাবে।

বিলুপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান বাচ্চু জানান, চাকরি জাতীয়করণ প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণে শিক্ষকদের অপেক্ষার প্রহর আর কাটছে না। নানা কারণে এটি বিলম্বিত হচ্ছে। এটা সংশ্লিষ্টদের মনে ক্ষোভ আর হতাশার সৃষ্টি করছে।

এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোঃ আবুল কালাম যুগান্তরকে বলেন, বিদ্যালয় অধিগ্রহণ আর চাকরি জাতীয়করণ— দুটি বিষয়ই স্পর্শকাতর। ভালোভাবে নথিপত্র যাচাই-বাছাই ছাড়া বিদ্যালয় অধিগ্রহণ বা চাকরি জাতীয়করণ কাজ সম্পন্ন করা হলে শেষপর্যন্ত শিক্ষকদেরই ভুলের বোঝা বহন করতে হবে। তিনি বলেন, কাজটি দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্নের দাবি রাখে। তবে মন্ত্রণালয়ে শুধু একাজের জন্য জনবলের অভাব রয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের চূড়ান্ত আদেশ যেদিনই জারি হোক না কেন, প্রথম ধাপের বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই সরকারি চাকরির সুবিধা প্রাপ্ত হবেন। এ খাতে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। আদেশ জারির পর এরিয়ারসহ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন শিক্ষকরা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ জানুয়ারি জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে তিন দফায় জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। সে অনুযায়ী প্রথম ধাপে বিদ্যালয়গুলোকে অধিগ্রহণের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। যদিও কয়েক মাস বিলম্ব করে জুলাই মাসে বিদ্যালয় অধিগ্রহণের কাজ শেষ হয়। কিন্তু সেই ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে বিদ্যালয়ের এবং প্রথম পর্যায়ের এসব বিদ্যালয়ের প্রায় ৯২ হাজার শিক্ষকের পদও জাতীয়করণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। আর এ কারণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেতেও বিলম্ব হচ্ছে। আবার বিলম্বে জাতীয়করণ হওয়ায় বোনাসের মতো অনেক সুবিধাপ্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত হওয়ার আশংকা তৈরি হয়েছে। কেননা ভাতা কখনই না এরিয়ার হয় না বলে জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রী যে ২৬ হাজার ১৯৩টি বিদ্যালয়কে সরকারিকরণের ঘোষণা দেন, সেসব বিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন এক লাখ তিন হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষক। তাদের চাকরি পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করা হবে। প্রথম দফায় ইতিমধ্যে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২২ হাজার ৯৮৫টি নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (এমপিওভুক্ত) ৯১ হাজার ২৪ জন শিক্ষককে জাতীয়করণ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় দফায় ১ জুলাই থেকে স্থায়ী-অস্থায়ী নিবন্ধন, পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত কমিউনিটি এবং সরকারি অর্থায়নে এনজিও পরিচালিত দুই হাজার ২৫২টি বিদ্যালয়ের ৯ হাজার ২৫ জন শিক্ষককে জাতীয়করণের আওতায় আনার কথা। এরপর তৃতীয় ধাপে পাঠদানের অনুমতির সুপারিশপ্রাপ্ত এবং অনুমতির অপেক্ষায় থাকা ৯৬০টি বিদ্যালয়ের তিন হাজার ৭৯৬ জন শিক্ষককে আগামী বছরের ১ জানুয়ারি জাতীয়করণের আওতায় আনার কথা রয়েছে।

যোগ্যতা শিথিল হবে না

১ আগস্ট চাকরি জাতীয়করণের বিধিমালা জারি করা হয়। ওই বিধিমালার ওপর ১০ দিনের মধ্যে মতামত দেয়ার জন্য বলা হয়েছিল। এরই অংশ হিসেবে যদিও শিক্ষকরা ইতিমধ্যে মতামত দিয়েছেন। তারপরও সমিতির ১৬ নেতাকে নিয়ে মঙ্গলবার বৈঠক করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত সচিব আশরাফুল ইসলাম। বৈঠক সূত্র জানায়, এতে ২ এর 'গ', 'ঙ', ৪ এর 'খ' ও ৯ এর ১ বিধি সম্পর্কে মতামত দেয়া হয় শিক্ষক নেতাদের পক্ষে। এগুলোর মধ্যে বিশেষ করে ১৯৯১ বিধিমালা প্রয়োগ শর্তের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। শেষে এতে সিদ্ধান্ত হয়, ৯১ বিধিমালায় যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে পুরুষ শিক্ষকদের যে এইচএসসি পাসের কথা রয়েছে, সেটি বহাল থাকবে। কেননা, এই মুহূর্তে বিষয়টি পরিবর্তনে গেলে আরও অন্তত ৩/৪ মাস বিলম্ব হতে পারে। তাই তিন বছরের মধ্যে যোগ্যতা না থাকা শিক্ষকদের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কিন্তু ৩ বছরের মধ্যে কোনো শিক্ষক মারা গেলে বা চাকরি হারালে তার ক্ষেত্রে বিষয়টি শিথিল করা হবে। আর টাইম স্কেল ও ইনক্রিমেন্ট দেয়ার বিষয়টি সমিতির দাবি অনুযায়ী প্রয়োগ করা হবে।